International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)
ISSN: 2528-9810
Vol. 8 Issue 12, December - 2023

বাজারব্যবস্থাপনা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলামের দিক-নির্দেশনা

Islamic guidance in market managment and price control

১. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন চৌধুরী
প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
ই-মেইল:alachy86@gmail.com

২. মিসবাহ উদ্দিন
প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
ই-মেইল:mizbah@cu.ac.bd

সারসংক্ষেপ:

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ দূরীভুত করা এর প্রধানতম লক্ষ্য। মাকাসেদ -এ শরী'আহর আলোকে সম্পদ রক্ষা তথা মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করতে ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। নৈতিক মূল্যবোধ ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে করেছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও কল্যাণমূখী। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ধোঁকাবাজি , প্রতারণা, শঠতা, মিথ্যাবাদিতার আশ্রয় নেয়া একদিকে যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে , অন্যদিকে তাদেরকে ভ্রাতৃত্ব , কল্যাণকামিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফলে পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর এ নৈতিক মূল্যবোধের কারণে বাজারব্যবস্থা জনবন্ধব হয়ে উঠে। ইসলামী অর্থনীতিতে চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যাওয়ার দু 'টি কারণ সনাক্ত করা যায়; ১. আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা বা শাস্তি। ইসলামী শরী'আহর নির্দেশনা মতে , তখন আল্লাহর কাছে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। ২ অসাধু ব্যবসায়ীদের অশুভ তৎপরতা। ব্যবসায়ীরা অর্থের উগ্র লালসায় প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ কমিয়ে দেয় এবং সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্যে কারসাজির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়। এ অসাধু ব্যবসায়ী চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে ইসলামে মজুতদারী , তালাক্কী, নাজাশ ইত্যাদি জনকল্যাণবিরুদ্ধ ব্যবসায়িক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের ব্যধিগ্রস্ত মনোভাবের কারণে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তবে তা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের দায়িত্ব। সাধারণত প্রাকৃতিক নিয়মেই বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় অনুমোদিত নয়। তবে যদি ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে সরকার জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের মত বাজার নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলামী শরী 'আতের নীতিমালা ব্যাখ্যা করা। বক্ষমান প্রবন্ধে এই বিষয়টি প্রমাণ করার প্রয়াস থাকবে যে , ভোক্তা ও উৎপাদকের অধিকার অক্ষুন্ন রেখে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করলে শরী'আতে তা অবৈধ নয় । সরকার হিসবাহ তথা বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

Abstract:

Islam is Allah's chosen way of life. Its main objective is to ensure human welfare and eradicate evil. In the light of Maqased-e Shariah, there are specific policies in Islamic economics to protect wealth and provide economic security for people. Ethical values make Islamic finance distinctive and benevolent. In the Islamic financial system, businessmen are prohibited from resorting to deception, fraud, dishonesty and lying in order to gain profit, on the other hand, they are instructed to be brotherly, benevolent and socially responsible. As a result, due to the moral values of the business community, which are inspired by the spirit of the hereafter, the market system becomes more public-friendly. In Islamic economics, there are two reasons for supply falling short of demand: 1. A test or punishment from Allah According to the instructions of Islamic Shari'ah, one should pray to

Allah for salvation. 2. The evil activities of unscrupulous traders Businessmen, in their greed for money, reduce the production and supply of essential goods, and syndicates raise prices through violent manipulation. In order to control these unscrupulous businessmen, hoarding, talaqki, najash etc. are prohibited in Islam. If the prices of commodities rise due to the disturbed attitude of traders, it is the responsibility of the government to take effective measures to control it. Generally, commodity prices are determined by natural rules in the market. Price fixing by the government is not allowed under normal circumstances. However, if the traders increase the price of goods through manipulation, then the government, as a representative of the people, can take effective measures to control the market, like fixing the price of goods by negotiating with the traders. The subject of this article is to explain the principles of Islamic Shariah for controlling commodity prices. In this article, there will be an attempt to prove that it is not illegal in Shari'ah if the price of goods is determined while keeping the rights of consumers and producers intact. The government can take necessary measures to keep the price of goods within the purchasing power of the people through accounting and market monitoring..

বিষয়সূচকশব্দ: দ্রব্যমূল্য, হাসবাহ, বাজারপরিদর্শন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, মুহতাসিব, তালাক্কী, নাজাশ, মজুতদারী

ভূমিকা:

মানুষের চাহিদা অসীম ; কিন্তু যোগান সীমিত। সীমাহীন চাহিদা পূরণে সীমিত সম্পদের সুষম বন্টনই অর্থনীতির মূলকথা। ইসলামে সামাজিক দায়বদ্ধতা, কল্যাণকামিতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী অর্থনীতির অপরিহার্য অনুসঙ্গ। ইসলামি অর্থনীতির বিশেষত্ব হলো , 'এটি শরীয়াহ'র বিধি-নির্দেশ সম্পর্কীয় প্রায়োগিক জ্ঞান ; যা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধ করতে এবং মানবমণ্ডলীর (চাহিদার)সন্তুষ্টি বিধান করতে সক্ষম। ফলে মানুষ আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে। (Zaman, S. M. Hasanuz, Definition of Islamic Economics (1984). Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, 1984,)প্রচলিত অর্থব্যবস্থা আর ইসলামি অর্থব্যবস্থার মাঝে নৈতিক মূল্যবোধকে পার্থক্য নিরূপণী বলে বিবেচনা করা হয়। ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত নির্দেশনাগুলো পর্যালোচনা করলে একটি কল্যাণধর্মী বাজার ব্যবস্থার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠে। যার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-

ক. যাবতীয় নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ডবাজার ব্যবস্থায় সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ ; ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের জন্য ধোঁকাবাজি , প্রতারণা, শঠতা, মিথ্যাবাদিতা ইত্যাদির কোন সুযোগ এতে নেই।

খ. মুনাফা লাভের উগ্র মানসিকতার পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব, কল্যাণকামিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে বাজার ব্যবস্থায় সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রাধান্য পাবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ভাল কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা কর। '(আল কুরআন , ৬:২)বাজার ব্যবস্থাপনা এ আয়াতের আলোকে পরিচালিত হবে।

গ. ধনতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থায় কোনো দ্রব্য বা সেবার অভাব থাকলে এবং তা ক্রয়ের ক্ষমতা জনগণের না থাকলে তা কার্যকরী চাহিদা রূপে বিবেচিত হয় না। পক্ষান্তরে মৌলিক চাহিদার আওতাভুক্ত কোন দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষমতা জনসাধারণের না থাকলেও তা ইসলামি বাজার ব্যবস্থায় কার্যকরী চাহিদা রূপে পরিগণিত হবে। অভাবী জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে প্রয়োজনে আর্থিক অনুদান দিয়ে বা অন্য কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করে তাদের ক্ষমতাসম্পন্ন করতে হবে। কারণ ইসলামি বাজার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য - মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা। (ড. এম. এ আব্দুল মান্নান, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখাঃ তত্ত্বও প্রয়োগ, সূফী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৩, পৃ. ৭৫)

ঘ. দ্রব্য উৎপাদন বা আমদানির ক্ষেত্রে বিলাস পণ্য, প্রসাধনী, সাজ-সরঞ্জামের পরিবর্তে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদার উপকরণ-পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিছক লাভের চিন্তা করে বিলাস সামগ্রী উৎপাদন বা আমদানিতে মনযোগী হওয়া এবং নিত্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভূক্ত পণ্য উৎপাদন বা আমদানিতে অনাগ্রহী হওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য বাঞ্চনীয় নয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ র . বলেন, 'কোন ব্যক্তি যখন ত্যাগ স্বীকার করে সোয়াব প্রাপ্তির আশায় মুসলিম জনপদে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করে এবং ন্যায্য মূল্যে তা বিক্রয় করে, আল্লাহর নিকট তিনি শহীদের মত মর্যাদা লাভ করেন। (আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আল কুরতুবী, তাফসীর আহকামুল কোরআন, দারুশ শা'ব, কায়রো, ১৩৭২ হি. ১৯ খণ্ড, পৃ. ৫৬)

বাজারে যখন দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যায় তখন মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইসলামী অর্থনীতির আলোকে চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যাওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে; ক. পরীক্ষা বা শাস্তির উদ্দেশ্যে ও খ. ব্যবসায়ীদের কারসাজির কারণে।

ক. পরীক্ষা বা শাস্তি:

মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করার পর পৃথিবীতে তার জীবিকার ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করে রেখেছেন। `পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল সকল প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করেন। '(আল কুরআন , ১১:৬) রিজিক বলতে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল চাহিদাকেই বুঝায়। আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষ যখন তাঁর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের সকল দ্বার উন্মোচিত করা দেয়া হয়। 'কোনো জনপদের মানুষ যখন ঈমান গ্রহণ করবে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করবে আমি অবশ্যই আসমান -জমিনের সকল বরকত তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবো ।(আল কুরআন, ৭:৯৬)পক্ষান্তরে তারা যদি নাফরমানি করে তখন মহান সৃষ্টিকর্তা দুর্ভিক্ষ, ক্ষরা, বন্যা, জলোচ্ছাস, বাজারে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ হ্রাসসহ বিভিন্ন শাস্তি দিয়ে তাদের সুপথে ফিরে আনার ব্যবস্থা করেন। 'মানুষের কৃতকর্মের দরুণ স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে ; যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান , যাতে তারা ফিরে আসে।' (আল কুরআন, ৩০:৪১) হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, 'কোন জাতির মধ্যে যখন ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদেরকে আল্লাহ তা 'আলা দুর্ভিক্ষে নিপতিত করেন। ' (কুরতুবী, তাফসীর আহকামুল কোরআন, দারুশ শা'আব, কায়রো, ১৩৭২ হি. খন্ড ১৮, পৃ. ২৩৫।) আবার কখনো বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যও দ্রব্য সরবরাহ অপর্যাপ্ত করা হয়। আল্লাহ তা 'আলা বলেন, 'আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন -সম্পদ,জীবন ও ফল - ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আপনি শুভসংবাদ দিন ধৈর্যশীলগণকে। '(আল কুরআন, ২:১৫৫) কোন কোন সময় পরীক্ষা বা শাস্তির উদ্দেশ্যেও মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমগ্রী সরবরাহ অপর্যাপ্ত করা হয়। এক্ষেত্রে মানুষের দু'আ-ইস্তেগফার করা ছাড়া করণীয় কিছু থাকে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদিসের ভাষ্য স্মর্তব্য , 'এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে তিনি বললেন , বরং আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করব। '(আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল বুয়ু, হাদিস নং-২৯৯৩ দারুল ফিকর, বৈরুত।)রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের ৮ম বর্ষে মদীনায় দ্রব্যমূল্য চড়া হয়ে যায়। এর প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের আবেদন জানালে তিনি তা না করে , বরং দোয়া করবেন বলে জানান। কারণ তখন দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ কমে যাওয়া কিংবা মূল্যস্ফীতি হওয়া কোন ব্যবসায়ীর কারসাজিতে হয়নি।এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি বা পরীক্ষা । তাই এ থেকে পরিত্রাণের উপায় ইস্তেগফার , তাওবা, দোয়া ইত্যাদি করা; যা কবুল হলে বাজারে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হবে এবং দ্রব্যমূল্য কমে যাবে মর্মে হাদিসে ইংগিত রয়েছে।

খ. ব্যবসায়ীদের কারসাজি:

ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন অশুভ তৎপরতার কারণেও দ্রব্যমূল্য বাড়তে পারে। নিম্নেতার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

(১) ইসলামি বাজার ব্যবস্থা কল্যাণধর্মী ও সহযোগিতামূলক। সামাজিক মূল্যবোধ এখানে প্রাধান্য পায়। যেরূপ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ র . কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন , 'কোনো ব্যক্তি যখন ত্যাগ স্বীকার করে সওয়াব প্রাপ্তির আশায় মুসলিম জনপদে কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করে এবং ন্যায্য মূল্যে তা বিক্রয় করে, আল্লাহর নিকট তিনি শহীদের মত মর্যাদা লাভ করেন।' (আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আল কুরতুবী, তাফসীর আহকামুল কোরআন , দারুশ শা'আব, কায়রো, ১৩৭২ হি. ১৯ খণ্ড, পৃ. ৫৬) পক্ষান্তরে ধণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থের উগ্র লালসাই মুখ্য। মানবিকতা, কল্যাণকামিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এসব এখানে অনুপস্থিত ও গৌণ। ব্যবসায়ীদের মূল্যবোধের এই চরম অবক্ষয় বাজার ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষকে কৃত্রিম সংকটে ফেলে অধিক মুনাফার আশায় ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ কমিয়ে দেয়।

(২) বেশি মুনাফার আশায় ব্যবসায়ীরা গণমানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বা আমদানি ব্যাপক হারে করার পরিবর্তে সমাজের ক্ষুদ্রাংশ ধণাঢ্য শ্রেণির বিলাসী সামগ্রীর প্রতি তাদের মনোযোগ

থাকে বেশী। ফলে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন বা সরবরাহ গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর হাতে জিম্মি হয়ে যায়। প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার স্থলে সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্যে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়।

(৩) ব্যবসায়ীদের যে সব কারসাজির কারণে দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বমুখী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে ইসলাম সেসব নীতিগর্হিত কর্মপন্থা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। নিম্নেতার কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

ক. মজুদদারী: মজুতদারীর আরবী শব্দ الاحتكار। এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফা র . বলেন,حكرঅর্থ আটক রাখা , মজুদ করা , মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ধরে রাখা , একচেটিয়া করে নেয়া , কোন পণ্য মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় আটক রাখা। (আহমদ হাকিম , তাবরানী, নাইলুল আওতার , খণ্ড, ৫, পৃষ্ঠা-২২১) পরিভাষায় ইহতেকার বলা হয় , দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য আটক রাখা। অথবা খাদ্যশস্য ক্রয় করে চল্লিশ দিন আটক রাখা। (যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখে সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। যে এলাকার মানুষ ক্ষুধার্ত রাত্রি যাপন করে আল্লাহ সে এলাকার লোকদের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন না। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-৪৮৮০, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং-২১৬৫) ইমাম শাফিয়ী র . বলেন, 'ইহতেকার অর্থ মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য আটকে রাখা এবং মূল্য বৃদ্ধি হলে তা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা। তবে বাজারে দাম কম থাকলে আটক করে রাখা সাধারণভাবে হারাম বলে গণ্য হবে না। তেমনি নিজের পরিবারের প্রয়োজনে আটক রাখলে সেটা ইহতেকারের মধ্যে পড়বে না। অথবা যে দামে ক্রয় করা হয় মূল্য বৃদ্ধি হলেও সেই দামেই বিক্রি করলে তা ইহতেকার হবে না।' (আল-মুগনী আল মুখতার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা; ৩৮, সুবুলুস সালাম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা: ২৫)

অধিক মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীগণ সুলভ মূল্য বিপুল পরিমাণে পণ্য খরিদ করে গুদামে মজুদ করে রাখে। ফলে বাজারে দুষ্প্রাপ্যতার দরুন এর চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য তীব্রগতিতে উর্ধ্বগামী হতে থাকে। যার পরিণামে তা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তখন মুনাফা শিকারী দল নিজেদের ইচ্ছেমত দর নির্ধারণ করে। ফলে জনগণের পক্ষে এরূপ পণ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর সংগ্রহ করা গেলেও সেজন্য অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য দিয়ে জনগণকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে ইহতেকার বলে।(প্রফেসর ড . আবুল কালাম পাটোয়ারী , মুনাফাখোরী মজুদদারী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয়ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ , বাংলাদেশ ইসলামিক ল 'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ: ৫, সংখ্যা: ২০, আক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯ সংখ্যা।)

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির অন্যতম প্রধান কারণ এই মজুতদারি। মোহাম্মদ আমীন বলেন , একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অত্যধিক লাভের আশায় সস্তা দামে পণ্য কিনে আড়তে মজুত করে রাখে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সেই পণ্য সরবরাহ না করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। বাজারে পণ্যের প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। (মোহাম্মদ আমীন , হাশিয়া ইবনে আবেদীন , দারুল ফিকর , বৈরুত, ১৩৮৬হি. ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৯৮)

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া বলেন,

فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِيْ يَعْمِدُ إِلَى شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَيُرِيْدُ إِغْلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلْخَلْقِ الْمُشْتَرِيْنَ وَلِهَذَا كَانَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُكْرِهَ النَّاسَ عَلَى بَيْعِ مَا عِنْدَهُمْ بِقِيْمَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ ضَرُوْرَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِثْلَ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالنَّاسُ فِيْ مَخْمَصَةٍ- فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِيْمَةِ الْمِثْلِ

কেননা মজুদদার মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে মজুদ করে রাখে এবং তাদের নিকট চড়া দামে বিক্রি করতে চায়। ক্রেতা সাধারণের উপর সে যুলুমকারী। এজন্য শাসক মানুষের প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের নিকট মজুদকৃত জিনিস প্রকৃত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারেন। যেমন , কারো নিকট এমন খাদ্য মজুদ আছে যার প্রয়োজন তার নেই। আর এমতাবস্থায় মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। তবে তাকে প্রচলিত বাজার মূল্যে মানুষের কাছে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে'।(ইবনে তাইমিয়া: তক্বী উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল হালিম বিন তাইমিয়া আল হারানী , (মৃ. ৭২৮হি.) مجموع الفتاوى, আল মুহাক্কিক: আনওয়ারুল বাজ- 'আমিরুল জাযযার, দারুল ওয়াফা, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশকাল-১৪২৬ হি. মোতাবেক ২০০৫ ইং।)

ইমাম মালেক র . এর মতানুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য জমা রাখা ইহতেকারের মধ্যে পড়বে না।(আল বাজি: আবু আল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খলফ বিন সা 'আদ বিন আইয়ূব বিন ওয়াররাছ আল বাজি আল আব্দুলুসি, المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس দারু আল কিতাব আল 'আরাবী, বৈরুত,

প্রকাশকাল অনুল্লেখ, তাবি. খ. ৫, পৃ. ১৫, মুহাম্মদ ইবন জাঝি আল কালবী আল গারনাতী, আল কাওয়ানীন আলফিকহিয়্যা, পৃষ্ঠা: ২৫৫।) আবার মজুদ করার কারণে বাজার ব্যবস্থায় তার কোন প্রভাব না পড়লেও তা নিষিদ্ধ হবে না। (আব্দুল্লাহ বিন কুদামা, আল মুগনী, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০৫ হি. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৪) অনুরূপ কেউ যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিছক পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এক বা দু 'বছর কোন খাদ্য মজুদ রাখে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের জন্য এক বছর খাবার মজুদ রেখেছিলেন মর্মে হাদিসে এসেছে। (মনছুর বিন ইউনুছ আল বাহুতী , 'আন মাতনিল ইকনা' দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০২ হি. খ. ৩, পৃ. ১৮৭।) ইমাম আবু ইউসুফ র . বলেন, যে কোন সামগ্রী মজুদ করলে জনগণের যদি ক্ষতি সাধিত হয়, তা-ই মজুদদারী হিসেবে গণ্য হবে। যদিও তা স্বর্ণ, রৌপ্য বা বস্ত্র সামগ্রী হোক।

ইসলামে এ মজুদদারী জঘন্য পাপ বা কবিরা গুনাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

পাপিষ্ট ব্যতিত কেউ মজুতদারী করে না। (মুসলিম: সহীহ মুসলিম, كتاب البيوع, باب النهى عن الخلف في البيع, হাদিস নং-১৬০৫, খ. ৩, পৃ. ১২২৮) ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, যে কোন সামগ্রী মজুদ করলে জনগণের যদি ক্ষতি সাধিত হয় , তা-ই মজুদদারী হিসেবে গণ্য হবে। যদিও তা স্বর্ণ , রৌপ্য বা বস্ত্র সামগ্রী হোক।রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত পর্যন্ত খাদ্য দ্রব্য মজুদ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। (ইমাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া , ফতাওয়া, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া কায়রো , ২৮ খন্ড, পৃ. ৭৫।) 'নিকৃষ্ট মানুষ হল মজুদদার , মূল্য হ্রাসের সংবাদ পেলে তার খারাপ লাগে আর মূল্য চড়া হওয়ার খবর পেলে আনন্দিত হয়। (ড. ইউসুফ আল কারদাভী, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, কায়রো, ১৯৯৯, পৃ. ২২৪।) হাদিসের অন্যান্য ভাষ্যে মজুদদার বিভ্রান্ত, অভিশপ্ত, দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ও তার কোন ইবাদত কবুল হবে নামর্মে বর্ণিত আছে।(মনছুর বিন ইউনুছ আল বাহুতী, 'আন মাতনিল ইকনা' দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০২ হি. ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭)

খ. তালাক্কি: গ্রাম-গঞ্জ থেকে কৃষকরা সামগ্রী নিয়ে শহরের বাজারে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের থেকে পাইকারীভাবে সব সামগ্রী খরিদ করে নেয়াকে তালাক্কি বলে। এ পদ্ধতিতে কৃষকরা প্রতারিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। লোভী ব্যবসায়ীরা প্রকৃত বাজার মূল্য গোপন করে কৃষকের কাছ থেকে কম দামে পণ্য কিনে তা অধিক মূল্যে শহরে বিক্রি করে। ফলে জনসাধারণ এসব অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। এসব কারণে এ প্রক্রিয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُنْلَغَ بِهِ سُوْقُ الطَّعَامِ-

'আমরা ব্যবসায়ী দলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় করতাম। নবী করীম (ছাঃ) খাদ্যের বাজারে পৌঁছানোর পূর্বে আমাদের তা ক্রয় করতে নিষেধ করলেন। (আল বুখারী: মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী আল জু'ফী, الجامع الصحيح المختصر, তাহকীক: ড. মোস্তফা দেব আলবাগা, শিক্ষক, দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, দারু ইবন কাছির, আল ইমামা, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশকাল: ১৪০৭ হি মোতাবেক ১৯৮৭ ইং , হাদিস নং ২১৬৬।)

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

তোমরা পণ্য ক্রয় করো না তা বাজারে হাযির না করা পর্যন্ত। (আল বুখারী, হাদিস নং-২১৬৫, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৫১৭।)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

بَابُ النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِى الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوْزُ-

অনুচ্ছেদ : সস্তায় পণ্য ক্রয় করার মানসে অগ্রসর হয়ে কাফেলার সঙ্গে মিলিত হয়ে কিছু ক্রয় করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা। এ ধরণের ক্রয় প্রত্যাখ্যাত। কেননা জেনেশুনে এমন ক্রয় সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবাধ্য ও পাপী। এটা ক্রয় -বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা প্রদান করা। আর ধোঁকা দেয়া জায়েয নয়। (বুখারী, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭১, হাদিস নং ২১৬২-এর পূর্বে।)

এভাবে পাইকাররা কৃষকদের কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিতে পারে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করে বলেন,

‘لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ

তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না’। (আল বুখারী: মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী আল জু ‘ফী, الجامع الصحيح المختصر, তাহকীক: ড. মোস্তফা দেব আলবাগা , শিক্ষক, দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, দারু ইবন কাছির , আল ইমামা, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ , প্রকাশকাল: ১৪০৭ হি মোতাবেক ১৯৮৭ ইং, হাদিস নং ২১৫০।)

অবশ্য গ্রামের কৃষকগণ যদি প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয় , তারা যথাযথ দাম পেয়ে যায় এবং বাজারেও যদি এ কারণে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তাহলে এ পদ্ধতি বৈধ। (মনছুর বিন ইউনুছ আল বাহুতী, ‘আন মাতনিল ইকনা’ দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০২ হি. ৩য় খন্ড, পৃ. ১৮৭)

গ. নাজাশ: বাজার ব্যবস্থাপনায় দালালী প্রথা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। উদাহরণ স্বরূপ কোন গ্রামের কৃষক পণ্য সামগ্রী নিয়ে বাজারে আসার পর দালাল বলল, তোমার পণ্য আমি বিক্রি করে দিব। কারণ আমি শহরের বাজার সম্পর্কে বেশি অবগত। এ প্রসঙ্গে এবিএম হোসাইন বলেন ,Najash means to offer a high price for something without having the intention to buy it but just to cheat somebody else who really wants to buy it.

কোন পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছায় নয়; বরং প্রকৃত ক্রেতাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে পণ্যের উচ্চদাম হাঁকা হল নাজাশ।(A. B. M. Hossain, Commercial Laws in Islam (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983, P. 25)

দালাল অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে বিক্রেতা ও ভোক্তা উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে ভোক্তা সাধারণ যেমন স্বল্প দামে পণ্য কেনার সুযোগ হারায় তেমনি বিক্রেতাও ন্যায্য মূল্য পায় না। এ জাতীয় মধ্যস্বত্ত¡ভোগীর কারণে দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তোমরা মানুষের লেনদেনকে স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ একজনকে অন্য জনের মাধ্যমে রিযিক দান করে থাকেন। ’ (মুফতি মুহাম্মদ তকী ওছমানী, তাকমালাতু ফতহিল মুলহিম, দারুল উলুম, করাচী, ১৯৯২ ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩০) হাদিসের অন্য বর্ণনায় আছে,‘ কোন ব্যক্তি মুসলমানদের লেনদেনে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটালে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা ‘আলা আগুনের হাঁড়ের ওপর তাকে বসিয়ে শাস্তি দিবেন। ’ (ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম , কায়রো, ১৯৯৯, পৃ. ২২৫-২২৬)

এটা এক ধরনের প্রতারণা। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরণের ক্রয় -বিক্রয়কে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَلاَ تَنَاجَشُوْا

তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করো না। (আল বুখারী: মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী আল জু‘ফী, الجامع الصحيح المختصر, তাহকীক: ড. মোস্তফা দেব আলবাগা, শিক্ষক, দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, দারু ইবন কাছির, আল ইমামা, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশকাল: ১৪০৭ হি মোতাবেক ১৯৮৭ ইং , হাদিস নং ২১৪০ । আবূদাঊদ, সুনান, হাদিস নং- ৩৪৩৮; নাসাঈ, সুনান, হাদিস নং-৩২৩৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

وَقَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ، لاَ يَحِلُّ

ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) বলেন, দালাল হল সূদখোর, খিয়ানতকারী। এটি প্রতারণা , যা বাতিল ও অবৈধ।(আল বুখারী: মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী আল জু ‘ফী, الجامع الصحيح المختصرদারু ইবন কাছির, আল ইমামা, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশকাল: ১৪০৭ হি মোতাবেক ১৯৮৭ ইং, হাদিস নং ২১৪২)

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

وَأطلق بنُ أَبِي أَوْفَى عَلَى مَنْ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ أَنَّهُ نَاجِشٌ لِمُشَارَكَتِهِ لِمَنْ يَزِيْدُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فِيْ غُرُوْرِ الْغَيْرِ فَاشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ لِذَلِكَ وَكَوْنُهُ آكِلَ رِبًا بِهَذَا التَّفْسِيْرِ

যে ব্যক্তি ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে ক্রয় করেছি বলবে ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) তাকে নাজিশ বলেছেন। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য রাখে যে অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য পণ্যের বেশী দাম হাঁকে, অথচ তা কেনার ইচ্ছা তার নেই। এজন্য হুকুমের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাজিশ (দালাল) সূদখোর।(ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (রিয়াদ : দারুস সালাম, প্রকাশকাল -১৪২১হি. মোতাবেক-২০০, খ. ৪, পৃ.-৪৪৯-৪৫০)

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল -উছায়মীন (রহঃ) বলেন,

والنجش محرم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عنه فقال: لا تناجشوا ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ، فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضاً-

নাজাশ হারাম। কেননা নবী করীম (ছাঃ) এ থেকে নিষেধ করে বলেছেন, 'তোমরা দালালী করো না'। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি কারণ হল , তা মুসলমানদের মাঝে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন করে। কারণ যখন জানা যাবে যে, ক্রেতাদের ক্ষতি সাধন করার জন্য এই ব্যক্তি দালালী করে তখন তারা তাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে। অতঃপর ধোঁকা দেয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয় ভঙ্গ করার সময় হয়ত বিক্রেতা তাতে সম্মত হবে না। তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝেও শত্রুতার সৃষ্টি হবে। এসব কারণে ইসলামে দালালী প্রথা নিষিদ্ধ। (শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-শারহুল মুমতে' (কায়রো : দারু ইবনিল জাওযী, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি. খ. ৮, পৃ. ৩০০।)

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের ব্যধিগ্রস্ত মনোভাবই বহুলাংশে দায়ী।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ: পর্যালোচনা

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত বিরোধপূর্ণ। একপক্ষ এটাকে মুবাহ বা অনুমোদিত বলেছেন। অন্যপক্ষ এটাকে নিষিদ্ধ বলেছেন। প্রত্যেক পক্ষই ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করে গবেষণার আলোকে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম মত: দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ

জনসাধারণের চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদিত বা আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে (চাহিদা ও যোগানের নিরিখে) নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান অতি ভারসাম্যপূর্ণ । সমাজতন্ত্রের মত 'মূল্য নির্ধারণ কমিশন'গঠন করে সরকার কর্তৃক দ্রব্যের দাম নির্ধারণ তথা বাজারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা যেমন ইসলামে অনুমোদিত নয় তদ্রুপ বাজার প্রক্রিয়াকে কোন অর্থলোভী সিন্ডিকেট যেন অশুভ তৎপরতা চালিয়ে (যেমন-কারসাজি, মজুদদারী, দালালী ইত্যাদি) প্রভাবিত করতে না পারে সে দিকেও সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে নজরদারি করতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মেই বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হবে , এটাই ইসলামের নির্দেশনা। সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় অনুমোদিত নয়। ইসলামী অর্থনীতির ভাষায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকে 'তাসয়ীর' বলা হয়। (মাহাম্মদ আল মোবারকপুরী , তোহফাতুল আহওয়াজী, দারুল কুতুব আল ইসলামী, বৈরুত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫২) 'তাসয়ীর' এর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা শাওকানী বলেন,

هو أن يأمر السلطان - أو نائبه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرا- أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا, فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان, لمصلحة.

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল , রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার প্রতিনিধি অথবা মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ীদের এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করবেন যে, ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য সরকার নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট মূল্যের বাইরে বিক্রি করতে পারবে না। সুতরাং জনকল্যাণ বিবেচনায় ব্যবসায়ীরা সেই নির্ধারিত মূল্যের কম বা বেশীতে পণ্য বিক্রি করা থেকে বিরত থাকবে। (আশ শাওকানী : মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশ শাওকানী , نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار, দারু আল জীল, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৯৭৩, খ.-৫, পৃ-৩৩৫) একে মূল্য নির্ধারণ বা 'তাসয়ীর'বলা হয়। দাম কমানোর বা বাড়ানোর কোন সুযোগ না থাকায় এতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় ইসলামে তা নিষিদ্ধ। এ মতের সমর্থনে উত্থাপিত দলিলগুলি নিম্নরূপ-

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تجارة عن تراض

অর্থ: 'ব্যবসা হবে ক্রেতা -বিক্রেতার পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। '(আল কুরআন , ৪: ২৯) 'তাসয়ীর'পদ্ধতিতে 'উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তি ' অনুপস্থিত হেতু তা ইসলামে অনুমোদিত নয়।

২. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে,

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

অর্থ: 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদকে গ্রহণ করো না। '(আল কুরআন ২ : ১৮৮; ৪: ২৯)বিক্রেতার উপর চাপিয়ে দেয়া মূল্যনীতি অন্যায়ের আওতায় পড়ে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'বাধ্যতামূলক বিনিময় চুক্তি 'ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

لايحل مال امرء إلا بطيبة من نفسه

অর্থ: একজন মুসলিমের সম্পদ তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। (ইমাম আহমদ,

মসনদ, হাদীস নং -১৯৭৭৪, মোয়াসসাতু কুরতুবা , মিসর।)

৪. মদিনার বাজার ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আনাস র. বলেন, 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। লোকজন বলল , হে আল্লাহর রাসূল , দ্রব্যমূল বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন , আল্লাহই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী। তিনি সংকোচনকারী ও সম্প্রসারণকারী, তিনি রিযিকদাতা। আমি আল্লাহর সাথে এভাবেই সাক্ষাৎ করতে চাই যেন কেউ তার জান-মালের ব্যাপারে জুলুমের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে উত্থাপন করতে না পারে। (ইমাম আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল বুয়ূ, হাদিস নং-২৯৯৪, দারুল ফিকর, বৈরুত।) এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান যে , দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ সরকারের দায়িত্বভুক্ত নয়। দ্রব্যমূল্যের উঠা -নামা মূলত আল্লাহর নির্দেশে হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহর অন্যতম গুণবাচক নামক 'মুসায়য়ির'দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী। এছাড়াও হাদিসের ভাষ্য মতে সরকার কর্তৃক জনগণের উপর দ্রব্যমূল চাপিয়ে দেয়া এক ধরণের জুলুম। এ কারণেই জনদাবী উপেক্ষা করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সম্মত হননি।

৫. অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদদের মতে বিষয়টি খুব অযৌক্তিক। কারণ মূল্যপ্রাপ্তি বিক্রেতার অধিকার। কাজেই সে তার অধিকার নিজেই নির্ধারণ করবে। সরকার তার হক্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।(শায়খ বোরহান উদ্দীন আল মুরগীনানী , আল হেদায়া, আল মাকতাবাতুন ইসলামিয়া , বৈরুত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৩)

৬. অনেক ইসলামি পণ্ডিতদের অভিমত হল, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে মূল্যকে স্থিতিশীল করা যায় না। বরং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করার ফলে বাজারের স্বাভাবিক যোগান কমে যায়। কারণ উৎপাদক বা আমদানিকারকগণ এতে আগ্রহ হারিয়ে দ্রব্য উৎপাদন বা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে দ্রব্যমূল্যের স্ফীতি ঘটে। (ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া , আল তুরুক আল হুকমিয়া, মাতাবাআতুল মাদানী, কায়রো, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩)

ওপরের কুরআন , হাদিস, ফিকহ থেকে উদ্ধৃত বক্তব্যের আলোকে প্রতীয়মান যে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাজারের দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ হওয়া বাঞ্চনীয়। দ্রব্যমূল্য সরকার নির্ধারণ করা কাঙ্ক্ষিত নয়।

দ্বিতীয় মত: দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত

যে সকল মাযহাবে ইমামগণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈধ বলেছেন তারা এটাকে শর্তহীনভাবে বৈধ বলেননি। বরং এর জন্য প্রয়োজন অনুপাতে , কল্যাণপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা ইত্যাদির শর্তারোপ করেছেন। তাদের মতানুসারে, যদি অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে জনগণকে বিপদের ফেলে অর্থ লুণ্ঠনের পায়তারা করে, সেক্ষেত্রে সরকার অবশ্যই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী বেচাকেনা বৈধতার জন্য পারস্পরিক সম্মতি জরুরি। সরকার এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যকার আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে বিধায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ইসলামেও বৈধ। কারণ এখানে ভোক্তা সাধারণের পক্ষে সরকার বা সরকারী সংস্থা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল আরবী আল মালেকী রহ . বলেন, 'মূল্য নির্ধারণ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা এ ভিত্তিতে বৈধ হবে যেখানে দু'পক্ষের (ক্রেতা-বিক্রেতা, ভোক্তা-উৎপাদক) কারো জন্য জুলুম হবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা সত্য এবং যা করেছেন তা -ই হল বিধান। তবে এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের নিয়্যত ছিল বিশুদ্ধ, ধার্মিকতা ছিলো প্রশ্নাতীত। অপর পক্ষে যারা মানুষের সম্পদ হাতিয়ে নিতে চায়, মানুষকে সংকটে ফেলতে চায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরজা খুবই প্রশস্ত এবং তার বিধান খুবই সক্রিয়। (আব্দুর রউফ আল মুনাভী, ফয়জুল কাদীর, আল মাকতাবা আল তিজারিয়া, মিসর, ১৩৫৬হি, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫।)

উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় , ভোক্তা ও উৎপাদকের অধিকার অক্ষুণ্ণরেখে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হলে তা অবৈধ হবে না। বরং ইবনে তাইমিয়া এটিকে আবশ্যিক বলেছেন। তিনি বলেন , মানুষের মাঝে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় (যেমন, বাজারের 'ভারসাম্য দামে'বিক্রয় করতে বাধ্য করা, অতিরিক্ত দাম আদায় হতে বাধা দেয়া) তা শুধু জায়িযই নয় , বরং তা ওয়াজিব।(ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া , আল তুরুক আল হুকমিয়া, মাতবাআতুল মাদানী, কায়রো, ১ম খণ্ড , পৃ. ৩৫৫) এ প্রসঙ্গে আল্লামা তকী

উসমানীর বলেন, ফকীহগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ব্যবসায়ীরা যোগসাজস করে যেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে সে ব্যাপারে (সরকারকে) সতর্ক থাকতে হবে। তারা যদি তা করে ইসলামি সরকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে বাজারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। যাতে পরিস্থিতি পূর্বের মত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। (আল্লামা তকী ওছমানী, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, করাচী, ১৯৯২, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১২)

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ: বৈধতা-অবৈধতার মাঝে সমন্বয় সাধন

উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট যে , দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বৈধতা-অবৈধতার ব্যাপারে দুইটি পক্ষ বিদ্যমান। উভয় পক্ষেরই অনুকূলে শক্তিশালী তথ্য-উপাত্ত, দলিল-প্রমাণ রয়েছে। এ বিষয়ের সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার হলো, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হলে তা কেবল অনুমোদিতই নয় ; বরং তা অপরিহার্য ও আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকটি অভিমত নিম্নেতুলে ধরা হলো;

ইমাম ইবনু তাইমিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَالْغَلَاءُ بِارْتِفَاعِ الْأَسْعَارِ؛ وَالرُّخْصُ بِانْخِفَاضِهَا هُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْحَوَادِثِ الَّتِيْ لَا خَالِقَ لَهَا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ؛ وَلَا يَكُوْنُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بِمَشِيْئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ لَكِنْ هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ بَعْ ضَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ سَبَبًا فِيْ بَعْضِ الْحَوَادِثِ كَمَا جَعَلَ قَتْلَ الْقَاتِلِ سَبَبًا فِيْ مَوْتِ الْمَقْتُوْلِ؛ وَجَعَلَ ارْتِفَاعَ الْأَسْعَارِ قَدْ يَكُوْنُ بِسَبَبِ ظُلْمِ الْعِبَادِ وَانْخِفَاضَهَا قَدْ يَكُوْنُ بِسَبَبِ إِحْسَانِ بَعْضِ النَّاسِ

‘মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস এ দু ’টি ঐ সকল ঘটনার অন্যতম, যার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন। তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছাড়া এর কিছুই সংঘটিত হয় না। তবে আল্লাহ তা ‘আলা কখনো কখনো কতিপয় বান্দার কর্মকে কিছু ঘটনা ঘটার কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেন। যেমন হত্যাকারীর হত্যাকে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ করেছেন। বান্দাদের যুলুমের কারণে তিনি কখনো মূল্যবৃদ্ধি করেন এবং কখনো কিছু মানুষের ইহসানের কারণে মূল্যহ্রাস করেন’। (ইবনে তাইমিয়া: তক্বী উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল হালিম বিন তাইমিয়া আল হারানী, (মৃ. ৭২৮হি.) مجموع الفتاوى,আল মুহাক্কিক : আনওয়ারুল বাজ- ‘আমিরুল জাযযার, দারুল ওয়াফা, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশকাল-১৪২৬ হি. মোতাবেক ২০০৫ ইং, খ. ৮, পৃ. ৫২০।)

তিনি আরো বলেন,

فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنٍ لَا يَرْضَوْنَهُ، أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللهُ لَهُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ، مِثْلُ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَمَنَعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ، فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ–

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَبِيْعُوْنَ سِلَعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ، وَقَدِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ إِمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ، وَإِمَّا لِكَثْرَةِ الْخَلْقِ فَهَذَا إِلَى اللهِ، فَإِلْزَامُ الْخَلْقِ أَنْ يَبِيْعُوْا بِقِيْمَةٍ بِعَيْنِهَا إِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ

মূল্য নির্ধারণ যদি মানুষের প্রতি যুলুম করা এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে এমন মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করাকে শামিল করে , যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তা থেকে শাসক নিষেধ করেন , তাহ’লে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ হারাম। কিন্তু মানুষের মাঝে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় যেমন , বাজারের প্রচলিত দামে তাদেরকে বিক্রি করতে বাধ্য করা এবং প্রচলিত বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ করা থেকে শাসক তাদেরকে নিষেধ করেন , তাহ’লে তা শুধু জায়েযই নয়; বরং আবশ্যিক।

‘মানুষেরা যখন প্রচলিত নিয়মে কোন রকম যুলুম ছাড়াই তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করবে আর পণ্যদ্রব্যের স্বল্পতা বা জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে , তখন তা আল্লাহর নিকট ন্যস্ত করতে হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনগণকে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা অন্যায় বা বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয় ’। তাঁর মতে, তবে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও পণ্যের মালিকগণ যদি প্রচলিত দামের চেয়ে বেশী দাম গ্রহণ ছাড়া পণ্য বিক্রি করা হতে বিরত থাকে , তখন তাদেরকে প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা জরুরী। (ইবনু তাইমিয়া: আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية, জামঈয়্যাতু ইহইয়াইত তুরাছ আল ইসলামী , কুয়েত, প্রকাশকাল-১৪১৬ হি. মোতাবেক ১৯৯৬ খৃ. পৃ. ১৯-২০)

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এ সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে বলেন,

وَجِمَاعُ الْأَمْرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إِذَا لَمْ تَتِمَّ إِلَّا بِالتَّسْعِيْرِ سَعَّرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيْرَ عَدْلٍ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهُمْ وَقَامَتْ مَصْلَحَتُهُمْ بِدُوْنِهِ: لَمْ يَفْعَلْ،

মোটকথা, মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত যদি মানুষের কল্যাণ পরিপূর্ণতা লাভ না করে, তাহলে শাসক তাদের জন্য ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন। কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করা বা কারো প্রতি অন্যায় করা যাবে না। আর মূল্য নির্ধারণ ছাড়াই যদি তাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় এবং কল্যাণ সাধিত হয় , তাহ’লে

রাষ্ট্রপ্রধান মূল্য নির্ধারণ করবেন না। (ইব্নু আল কায়্যিম: মুহাম্মদ বিন আবু বকর আয যারঈ ' আবু আব্দুল্লাহ, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية , দারু সদর, বৈরুত, তা. বি. খ. ১, পৃ. ২২২)

'আল-হেদায়া' প্রণেতা বলেন,

ولا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس، فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة.

লোকদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা শাসকের উচিত নয়। তবে খাদ্যদ্রব্যের মালিকরা যদি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং দামের ক্ষেত্রে প্রচণ্ডসীমালংঘন করে (মাত্রাতিরিক্ত দাম নেয়) আর বিচারক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ছাড়া মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ করতে অপারগ হন , তখন জ্ঞানী -গুণী ব্যক্তিদের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণ করাতে কোন দোষ নেই। (আল মুরগীনানী: বুরহান উদ্দীন আলী বিন আবু বকর, الهداية شرح بداية المبتدى, প্রকাশন: আল মাতবা'আ আল কুবরা আল আমিরিয়্যা, মিশর, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৫হি. খ. ৪, পৃ. ৩৭১-৩৭২)

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে,

إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولى الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولى الامر أن يحدد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض

যখন বিক্রেতারা তথা ব্যবসায়ী ও অন্যরা তাদের নিজেদের কাছে যে পণ্য আছে তার দাম তাদের ইচ্ছামত বৃদ্ধি করার ব্যাপারে এক মত হয় , তখন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাঝে ন্যায় -নীতি প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের কল্যাণ করা ও ফিতনা -ফাসাদ দূর করার সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান বিক্রেয় দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করবেন। আর যদি তাদের মধ্যে যোগসাজস না হয় ; বরং কোন প্রকার প্রতারণা ছাড়াই পর্যাপ্ত চাহিদা ও পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ কম হওয়ার কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা উচিত নয়। বরং তিনি প্রজাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দেবেন যে, আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিযিক দিবেন। (ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ -দায়েমা লিল-বুহূছ আল -ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (সঊদী আরব : মুআস্সাসাতুল আমীরাহ , ৪র্থ সংস্করণ , ১৪২৩হিঃ/২০০২খ্রিঃ), ১৩/১৮৬।)

শায়খ ছালেহ ফাওযান বলেন,

إذا كان غلا الأسعار بسبب قلة وجود السلع قلة العرض فلا أحد له دخل؛ لكن يقال للتجار بيعوا مثل ما يبيع الناس ما تساوي في الأسواق لا تضربون بالناس، أما إذا كان غلا السعر بسبب تلاعب التجار يخزنون الأموال وتقل في الأسواق على شأن يبيعونها غالية هذا يمنع ولي الأمر ، يجبرهم على أن يبيعوا مثل ما يبيع الناس، هذا هو العدل–

পণ্যের স্বল্পতা ও সরবরাহ কম হওয়ার কারণে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় , তাহলে এতে কারো কিছুই করার নেই। তবে ব্যবসায়ীদেরকে বলা হবে , মানুষেরা যে দামে বিক্রি করছে সে বাজার মূল্যে তোমরা বিক্রি করো। মানুষকে কষ্ট দিয়ো না । পক্ষান্তরে মাল গুদামজাত করার কারণে ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে পণ্যের ঘাটতি হেতু তারা বেশী দামে মাল বিক্রি করে , তাহলে শাসক এতে হস্তক্ষেপ করবেন। মানুষেরা যে দামে বিক্রি করছে সে দামে বিক্রি করতে তিনি তাদেরকে বাধ্য করবেন। এটাই আদলবা ন্যায়-নীতি। (https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/14702)

ইসলাম বাজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও গতিশীল রাখার জন্য ব্যবসায় কিছু পদ্ধতি যেমন নিষিদ্ধ করেছে (ব্যবসায়ীদের কারসাজি, মজুদদারী, দালালী ইত্যাদি) তেমনি কল্যাণধর্মী পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের ওপর কিছু দায়িত্বও অর্পণ করেছে। নিম্নেবাজার ব্যবস্থাপনার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

বাজার ব্যবস্থাপনা:

ইসলামের সোনালী যুগে বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজারের শৃংখলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হতো। বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবদ্দশায় বাজার ব্যবস্থাপনা নিজেরাই তদারকি করেছেন। পরবর্তীতে ইসলামী সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হলে বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য আলাদা দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়।

রসূল স. এর যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা:

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ক্ষেত্রে সব মানুষের জন্য সার্বজনীন জীবন আদর্শ রেখে গেছেন। (আল কুরআন , ৩৩: ২৭) ব্যবসা-বাণিজ্য,

লেন-দেনেও তিনি অনুপম আদর্শের অধিকারী। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং: ৮৯৫২) তিনি আরবে প্রচলিত বাণিজ্যনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন।বিশ্বাসের পরিশুদ্ধির পাশাপাশি তিনি আরবে প্রচলিত বাণিজ্যধারায় আমূল পরিবর্তনের ডাক দিলেন। তিনি বলেন, তোমরা সূদ খেয়ো না , কারণ এটি আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। যে জিনিস আয়ত্তে নেই তা বিক্রি করতে , বকরী-গাভী দোহন না করে দুধ বিক্রি করতে , গর্ভস্থিত পশুর বাচ্চা বিক্রি করতে, গ্রামের লোকদের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকেরা বিক্রি করতে, অপরিপক্ক ফল বা শস্য বিক্রি করতে, বাণিজ্য কাফেলার সাথে অগ্রবর্তী হয়ে মিলিত হতে, এবং খাদ্যে শস্য ও ফল অগ্রিম ক্রয় করতে তিনি নিষেধ করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় নিজেই হাট -বাজার পরিদর্শন ও তদারকি করতেন।

عن أبي هريرة –رضى الله تعالى عنه-أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

আবু হুরাইরা র . থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। তিনি বললেন , হে বিক্রেতা! কী ব্যাপার ? বিক্রেতা বলল , হে আল্লাহর রসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে। তিনি বললেন , ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন , যাতে লোকে দেখতে পেত? (জেনেরেখো) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় , সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (সহীহ মুসলিম , হাদিস নং:২৯৪-২৯৫, সুনান ইবনে মাজাহ , হাদিস নং -২২২৪, সুনান আত তিরমিযী ,হাদিস নং -১৩১৫, সুনান আবূ দাউদ, হাদিস নং-৩৪৫২)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কারণে কখনো নিজে বাজার পরিদর্শন ও তদারকি করতে না পারলে বিশিষ্ট কোন সাহাবীকে পাঠিয়ে বাজার তদারকি করতেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ .

ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতাম। তখন তিনি এই মর্মে আদেশ দিয়ে আমাদের কাছে লোক পাঠাতেন যে , আমরা যেন বিক্রিত দ্রব্য হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ না করি। (মুসলিম, সহীহ মুসলিম , কিতাবুল বুয়ূ , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , হাদিস নং-৩৬৯৯)

বাজার পরিদর্শনকালে যদি কোন ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার ত্রুটি বিচ্যুতি প্রমাণিত হতো , তবে তাদের তিনি শাস্তির আওতায় আনতেন। ইবনে ওমর র . বর্ণনা করেন। তিনি বলেন , আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় লোকেরা অনুমান করে খাদ্য বিক্রি করলে এ জন্য তাদের শাস্তি প্রদান করা হতো। (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৩৩৬, হাদিস নং-১৯৮৯)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর সাঈদ ইবনুল আস র . কে মক্কায় এবং ওমর র . কে মদীনায় বাজার পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। (আব্দুল হাই ইবন আব্দুল কবির আল কাত্তানী, আত তারাকিব আল এদারিয়্যা , দারু কুতুবুল আরাবী, বৈরুত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮০।)

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা:

পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদা তাদের শাসনামলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণরে বাজার তদারকির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উমর র. খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর নিজেই বাজার পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীতে প্রশাসনিক দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন হাসালী ও সায়েব বিন হাযালীকে বাজার পরিদর্শকের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। (ইবনে আব্দুল বার, আল ইসতি'য়াব, মাকতাবা নাহদাহ, মিশর, খ. ২, পৃ. ৫৭৬) নিম্নের হাদিসে উমর র. এর বাজার পরিদর্শনের চিত্র ফুটে উঠে।

عن المسيب بن دارم قال: رأيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يضرب رجلا و يقول: حمَّلت جملك ما لا يطيق

মুসাইব ইবনে দারেম বলেন ।আমি উমর র . কে দেখেছি, তিনি এক বোঝা বহনকারীকে বেত্রাঘাত করছিলেন আর বলছিলেন তোমার উটের উপর এত বেশী বোঝা কেন নিয়েছো যা সে বহন করতে অক্ষম। (আবু সালেহ, আল জারহু ওয়াত তা'দিল, খ. ৮, পৃ. ২৯৪, আছছেকাত, খ. ৫, পৃ. ৪৩৭, কানযুল উম্মাল, খ. ৩, পৃ. ১৭৬)

বাজার তদারকি কিংবা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রেতা -বিক্রেতা প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে যেমন

ভোক্তার অধিকার ক্ষুণ্নহয় , তদ্রুপ কোন ব্যবসায়ী অতিরিক্ত কম দামে পণ্য বিক্রি করলে তা অন্যান্য ব্যবসায়ীর স্বার্থ ক্ষুণ্নহয়। তাই কেউ যেন অতিরিক্ত কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করে অন্যান্য ব্যবসায়ীর ক্ষতি করতে না পারে, বাজার তদারকিকালে সেটিও লক্ষ্য রাখা হতো। একবার উমর র . দেখলেন, এক ব্যবসায়ী খুব সস্তা দামে মাল বিক্রি করছে। তার আশপাশে ক্রোতারা ভিড় করে আছে। উমর র. সেই ব্যবসায়ীকে প্রহার করে বললেন , তুমি আমাদের বাজার থেকে চলে যাও। একচেটিয়া ব্যবসা এখানে করতে পারবে না।

(কানযুল উম্মাল, খ. ৩, পৃ. ১৭৬।)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب :إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا

সাঈদ বিন মুসায়্যিব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর র. হাতেব বিন আবি বালতা'র পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তখন হাতেব র . বাজারে তাঁর কিছু খেজুর বিক্রি করছিলেন। (অতি কম মূল্যে খেজুর বিক্রি করতে দেখে) উমর র. তাঁকে বললেন, হয়তো আপনি খেজুরের দাম বাড়িয়ে দিন। নতুবা আমাদের এ বাজার থেকে চলে যান। (ইমাম মালিক, মুয়াত্তা, কিতাবুল বুয়ু, বাবুল হারাকাতে ওয়াত তাবাররুস, হাদিস নং-১৩৪৬)

উমর র . বাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পরিদর্শন করতেন। একবার তিনি হাতেব ইবন আবি বালতা র. এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন , হাতেব'র সামনে কিসমিসের দু'টি থলে ছিল। উমর র . তাকে এর মূল্য জিজ্ঞেস করলেন। হাতেব র . বললো, প্রত্যেক থলের দাম দুই দিরহাম। উমর র . তাঁকে বললেন, একটু পর তায়েফ থেকে উট বোঝাই খেজুর আসবে। সেই বাণিজ্যেক কাফেলা এলে আপনার কিসমিসের মূল্য ঠিক করা হবে। এখন আপনি এই দামে খেজুর বিক্রি বন্ধ করেন। অথবা এই বাজার ত্যাগ করে ঘরে নিয়ে যে দামে ইচ্ছে বিক্রি করেন। উমর র. ফিরে এসে চিন্তা করলেন। অতঃপর আবার হাতেব র. এর কাছে গেলেন এবং বললেন , আমি আপনাকে যে কথা বলেছি এটি আমার পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত নয়। বরং আমি শহরের বাসিন্দাদের কল্যাণ বিবেচনা করে এ কথা বলেছি। এখন আপনি যে বাজারেই চান , আপনার কিসমিস বিক্রি করতে পারেন। (আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী ইবন হিসাম হিন্দি, কানযুল উম্মাল, প্রকাশন: জামিয়া দায়েরাতুল মা'আরিফ উসমানিয়া, খ. ২, পৃ. ১০৪)

এক সময় বাজার পরিদর্শনকালে উমর র. দেখলেন, একটি যুবক দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করছে। রসূল স. তার থেকে সেই পানি মিশ্রিত দুধ ছিনিয়ে নিয়ে তার মাথার উপর ঢেলে দিলেন। (ইবন তাইমিয়া, আল হিসবাহ ফিল ইসলাম , দারুল বয়ান, দামেস্ক, ১৩৮৭ হি. পৃষ্ঠা-৬১।)

ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলীও র . নিজে বাজার পরিদর্শন করতেন এবং বাজারের ক্রেতা বিক্রেতাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতেন । একবার আলী র. বাজারের মধ্যে গোশত বিক্রেতাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন , হে কসাইরা, তোমরা গোশতে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবে না। যে গোশতে ফুঁ দিবে সে আমার দলভুক্ত নয়।(কানযুল উম্মাল, খ. ৪, পৃ. ৮৯)

আলী র . আমীরুল রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকলে একবার মদীনার বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তখন তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে বললেন , হে ব্যবসায়ীগোষ্ঠী, তোমরা বেচা -বিক্রির সময় শপথ করা থেকে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ মিথ্যা শপথে পণ্যের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।(কানযুল উম্মাল, খ. ৪, পৃ. ৯৯)

এসব হাদিসের বর্ণনা দ্বারা ইসলামে বাজার মনিটরিং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং বা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইসলামে যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে তা 'হিসবাহ' নামে পরিচিত। হিসবাহ ব্যবস্থাপনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অধ্যাপক ড . আবুল ওয়াফা মোহাম্মদ আবুল ওয়াফা বলেন , 'এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব , প্রায় বিচার বিভাগীয় দায়িত্বের মত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বাঁধা দান-এ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ। এ দায়িত্বের নির্বাহী প্রধানকে 'মুহতাসিব'বলা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত একজন ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন ।' (ড. আবুল ওয়াফা মোহাম্মদ আবুল ওয়াফা , আল-তাতাউরুল তারিখী লিহিমায়াতিল মালিল আম , সূত্র তারিখুল ইকতিসাদ লিল মুসলিমীন, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৬-৬৭।)

ড. শাওকি এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন , 'এ বিভাগ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডপর্যবেক্ষণ করবে , অনুরূপ অর্থনৈতিক লেনদেন তদারকি করবে। মজুদদারী, ধোঁকাবাজি ও সুদি লেনদেনসহ সব ধরণের ইসলামি আদর্শ বিবর্জিত কাজ রোধ করবে। পাশাপাশি অধিকারহারাদের অধিকার ফিরিয়ে দিবে , কোন চাপ

বা শক্তিকে ভয় করতে পারবে না। এমন কি খলিফা (রাষ্ট্রপ্রধান) বা বিচারপতিও যদি ভুল করে এ বিভাগ তা সংশোধন করবে। (ড. শাওকী আব্দুহু আসসামী , আজহিযাতু মোরাকাবাতি মালিয়্যাত্দ্দিওলা, প্রাগুক্ত, সূত্র ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯,)এ বাজার ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি হয় হযরত ওমর রা . এর সময়কালে। আগের বর্ণানায় আছে, তিনি নিজেই বাজারে ঘুরে ঘুরে বাজারের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তৃতির ফলে এটি একটি আলাদা বিভাগে পরিগণিত হয়। এ বিভাগ বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকি ও সুষ্ঠু -সঠিক রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত। যেহেতু এটি আল কুরআনে বর্ণিত 'আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার'ধারণার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত তাই ইসলামে মৌলিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে এ কাজ আঞ্জাম দেয়া সরকারের দায়িত্ব।

উপসংহার:

ওপরের বর্ণনায় প্রমাণিত যে , বিশেষ অবস্থায় সরকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। কোন পদ্ধতিতে তা করতে হবে এ সম্পর্কে ফিকহ গ্রন্থে বলা হয়েছে , সরকার যে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করতে চায় সে পণ্য-বাজারের গণ্যমান্য লোকদেরকে (ব্যবসায়ীদের) সমবেত করবেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিদেরকেও (যারা দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে সম্যক অবগত ও অভিজ্ঞ) তাদের বক্তব্য যাচাইয়ের জন্য সমবেত করবেন। সে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন ব্যয় চাহিদা সম্পর্কে তাদের মতামত শুনবেন। তারপর একটি মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করবেন। যাতে উৎপাদকদের যেমন ক্ষতি না হয় আবার জনগণের ক্রয় ক্ষমতারও উর্ধ্বে না যায়। তবে ব্যবসায়ীদের অমতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। (যায়ন বিন ইব্রাহীম, আল বাহর আল রায়েক, দারুল মা 'রিফা, বৈরুত)যদি অনিবার্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সরকার ব্যবসায়ী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর কোন দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে তবে তা মেনে চলা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। এর ব্যতিক্রম করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে ফিকাহর সিদ্ধান্ত হল - কেউ নির্ধারিত মূল্যের বেশীতে বিক্রি করলে সরকার এবং প্রশাসন তাকে প্রথমবারেই তাড়াহুড়ো করে শাস্তি দিবে না। বরং তাকে উপদেশ দিবে এবং মৃদু তিরস্কার করবে। দ্বিতীয়বারও তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্বিতীয়বারও তাকে তাই করা হবে এবং সতর্ক করা হবে।তৃতীয়বার অভিযোগ পাওয়া গেলে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবংদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যাতে সে এ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং জনগণ ক্ষতির সম্মুখিন না হয়।পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা বজায় রাখার জন্য রুটিন মাফিক পরিদর্শন ও তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে; যেন অসাধু ব্যবসায়ীরা দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে।

গ্রন্থপঞ্জি:

(১) Zaman, S. M. Hasanuz, Definition of Islamic Economics (1984). Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 1984.

(২) ড. এম. এ আব্দুল মান্নান, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখাঃ তত্ত্বও প্রয়োগ, সূফী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৩।

(৩) আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আল কুরতুবী , তাফসীর আহকামুল কোরআন, দারুশ শা'ব, কায়রো, ১৩৭২ হি.।

(৪) আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল বুয়ু, দারুল ফিকর, বৈরুত।

(৫) প্রফেসর ড . আবুল কালাম পাটোয়ারী , মুনাফাখোরী মজুদদারী দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয়ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ , বাংলাদেশ ইসলামিক ল 'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০০৯ সংখ্যা।

(৬) মোহাম্মদ আমীন, হাশিয়া ইবনে আবেদীন, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৩৮৬হি.

(৭) ইবনে তাইমিয়া, তক্বী উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল হালিম বিন তাইমিয়া আল হারানী , (মৃ. ৭২৮হি.) مجموع الفتاوى, আল মুহাক্কিক : আনওয়ারুল বাজ - 'আমিরুল জাযযার, দারুল ওয়াফা, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশকাল- ১৪২৬ হি. মোতাবেক ২০০৫ ইং।

(৮) আল বাজি: আবু আল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খলফ বিন সা'আদ বিন আইয়ুব বিন ওয়াররাছ আল বাজি আল আব্দুলুসি, المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس দারু আল কিতাব আল 'আরাবী, বৈরুত, প্রকাশকাল অনুল্লেখ, তাবি।

(৯) আব্দুল্লাহ বিন কুদামা, আল মুগনী, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০৫ হি.।

(১০) মনছুর বিন ইউনুছ আল বাহুতী , 'আন মাতনিল ইকনা' দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০২হি.

(১১) মুসলিম: সহীহ মুসলিম, كتاب البيوع, باب النهى عن الخلف في البيع

(১২) ড. ইউসুফ আল কারদাভী, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, কায়রো, ১৯৯৯।

(১৩) আল বুখারী: মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী আল জু'ফী, الجامع الصحيح المختصر,তাহকীক: ড. মোস্তফা দেব আলবাগা , শিক্ষক, দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, দারু ইবন কাছির, আল ইমামা, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশকাল: ১৪০৭ হি মোতাবেক ১৯৮৭ ইং।

(১৪) A. B. M. Hossain, Commercial Laws in Islam (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983

(১৫) মুফতি মুহাম্মদ তকী ওছমানী , তাকমালাতু ফতহিল মুলহিম, দারুল উলুম, করাচী, ১৯৯২।

(১৬) ইবনু হাজার আসক্বালানী , ফাতহুল বারী, রিয়াদ : দারুস সালাম, প্রকাশকাল -১৪২১হি. মোতাবেক-২০০, খ.

(১৭) শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল -উছায়মীন, আল-শারহুল মুমতে'কায়রো : দারু ইবনিল জাওযী, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৩হি.

(১৮) মাহাম্মদ আল মোবারকপুরী, তোহফাতুল আহওয়াজী, দারুল কুতুব আল ইসলামী, বৈরুত।

(১৯) আশ শাওকানী: মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশ শাওকানী,نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار ,দারু আল জীল, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৯৭৩।

(২০) ইমাম আহমদ, মসনদ, মোয়াসসাতু করডোভা,মিসর।

(২১) ইমাম আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল বুয়ূ, দারুল ফিকর, বৈরুত।

(২২) শায়খ বোরহান উদ্দীন আল মুরগীনানী, আল হেদায়া, আল মাকতাবাতুন ইসলামিয়া, বৈরুত।

(২৩) ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া , আল তুরুক আল হুকমিয়া, মাতাবাআতুল মাদানী, কায়রো।

(২৪) আব্দুর রউফ আল মুনাভী , ফয়জুল কাদীর, আল মাকতাবা আল তিজারিয়া, মিসর, ১৩৫৬হি।

(২৫) ইবনু তাইমিয়া: আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية, জামঈয়্যাতু ইহইয়াইত তুরাছ আল ইসলামী, কুয়েত, প্রকাশকাল-১৪১৬ হি. মোতাবেক ১৯৯৬খৃ.

(২৬) ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ -দায়েমা লিল -বুহূছ আল -ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (সঊদী আরব : মুআস্সাসাতুল আমীরাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৩হিঃ/২০০২খ্রিঃ

(২৭) https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/14702

(২৮) আব্দুল হাই ইবন আব্দুল কবির আল কাত্তানী , আত তারাকিব আল এদারিয়্যা, দারু কুতুবুল আরাবী, বৈরুত।

(২৯) ইবনে আব্দুল বার, আল ইসতি'য়াব, মাকতাবা নাহদাহ, মিশর।

(৩০) আবু সালেহ, আল জারহু ওয়াত তা'দিল।

(৩১) আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী ইবন হিসাম হিন্দি, কানযুল উম্মাল, প্রকাশন: জামিয়া দায়েরাতুল মা'আরিফ উসমানিয়া।

(৩২) আবুল ওয়াফা মোহাম্মদ আবুল ওয়াফা , আল-তাতাউরুল তারিখী লিহিমায়াতিল মালিল আম, সূত্র তারিখুল ইকতিসাদ লিল মুসলিমীন।

(৩৩) ড. শাওকী আব্দুহু আসসামী, আজহিযাতু মোরাকাবাতি মালিয়্যাত্দ্দিাওলা।

(৩৪)যায়ন বিন ইব্রাহীম, আল বাহর আল রায়েক, দারুল মা'রিফা, বৈরুত।